সরকারি ঘর পেলেন রাজাপুরের শাবানা

প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দকৃত ঘর পেলেন রাজাপুরের শাবানা খাতুন। শাবানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইউনুস মালিথার স্ত্রী। বুধবার বিকালে দুর্যোগ সহনীয় এই ঘরের চাবি তুলে দেন ইউপি চেয়ারম্যান শাহাজামান।

এসময় চেয়ারম্যান শাহাজামান বলেন, বর্তমান সরকার গরিব দুখি মেহনতী মানুষের সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতায় দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে। কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না, কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর সহযোগিতায় আমার ইউনিয়নে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ ওয়াসিম, ওয়ার্ড আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলীসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে সাংবাদিক খোকনের মৃত্যু

মুজিবনগর খবর ডট কম’ র সিনিয়র ষ্টাফ রিপোর্টার, ফুটবলার, মেহেরপুর শহরের গড়পাড়া নিবাসী সাবেক রেল কর্মকর্তা মরহুম আঃ রশিদের ছোট পুত্র আক্তারুজ্জামান খোকন(৫৪) ব্রেন ষ্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।
আজ বুধবার বিকেল পৌনে ৪ টার সময় খুলনা আদ্ব- দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্হায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমরা সবাই সোচ্চার,বিশ্ব হবে সমতার” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২০ উদযাপনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের প্রশিক্ষক আরিফা খাতুন,আইজিএ প্রকল্পের বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানা,ব্লগবাটিক প্রশিক্ষক তালিমুন নেছা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর ডাবলু হত্যা মামলার ৫ আসামী রিমান্ডে, তিনটি হত্যা মামলায় তদন্ত ওসি’র সাফল্য

গাংনীর সাহেব নগর গ্রামের ডাবলু হত্যা মামলার ৫ আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে গাংনী থানা পুলিশ। মঙ্গলবার এদেরকে মেহেরপুর কারাগার থেকে গাংনী থানায় নিয়ে আসা হয়। এরা হচ্ছেন-সাহেব নগর গ্রামের হাবিবুৃর রহমান,কাজিপুর গ্রামের তারিক,সাহেবনগর গ্রামের সেলিম,আমজাদ ও মন্জুরুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার রিমান্ড শেষে এদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনী থানার ওসি(তদন্ত) ও মামলা তদন্তকারি কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলাম জানান,১৭/০৫/২০২০ ইং তারিখে গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের একটি লিচু বাগান দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে ডাবলু খুন হয়। এঘটনায় ডাবলুর মা ইসলামা খাতুন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৬। মামলার অন্যানন্য আসামীদের ইতোপুর্বে রিমান্ড নেয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই পাঁচ আসামী আদালতে আত্ন সমর্পন করেন। মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে সন্দেহে আসামীদের সাত দিনের রিমান্ড আাবেদন করেন মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা। বিজ্ঞ আদালত তদন্তকর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আসামীদের তিন দিনের রিমান্ড মুঞ্জুর করেন।

অপরদিকে গাংনী থানার তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলামের কাছে তিনটি চাঞ্চল্যকর তিন টি হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামীদের গ্রেফতার পুবক আদালতে প্রেরন করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি মামলার বিজ্ঞ আদালতের কাছে পুলিশ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে গাংনীর মহিষা খোলা গ্রামের আফরোজা হত্যা মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে সাজেদুল ইসলাম আসামী মুলায়েম হোসেন কে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪/১২ ২০১৯ তারিখে আফরোজা খাতুন হত্যা মামলা দায়ের করে তার ভাই সাহারুল ইসলাম। মামলা নং ২।

এছাড়াও ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ওমর আলী হত্যা মামলা দায়ের করা হয় এমমলায় ৪ জনকে আসামী করে হলে তাদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ মামলায় পুলিশ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এদিকে ১৫/০৪/২০২০ সালের চম্পা খাতুন হত্যা মামলার আসামী জুয়েল রানা কে গ্রেফতার করা হয়। জুয়েল রানা নিজ বাড়িতে ডাকাতির নাটক করে নিজ স্ত্রী চম্পা খাতুন কে হত্যা করে। যার মামলা নং ১১। গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের দুলাল হোসেনের গাঁজা বাগানে অভিযান চালিয়ে ১৯৫ টি গাঁজা গাছ জব্দ করে গাংনী থানা পুলিশ। এঘটনায় দুলাল হোসেন ও তার স্ত্রী শেফালী খাতুনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। যার মামলা নং-৩২। ইতোমধ্যে এমামলার প্রলিশ প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতের কাছে প্রেরণ কার হয়েছে। উল্লেখিত মামলার রহস্য উদঘাটন করে আসামী গ্রেফতার করতে সক্ষম হন তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলাম।

স্বপ্ন প্রয়াস’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিধবা, প্রতিবন্ধী ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ১৫ দিনের খাবার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন “স্বপ্ন প্রয়াস” এর সৌজন্যে সংগঠনের কার্যালয়ে এসব বিতরণ করা হয়।

আলো স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় ২০ টি পরিবারের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ২০ কেজি চাল, এক কেজি মসুরের ডাল, চার কেজি আলু,এক কেজি লবণ, দুই লিটার সয়াবিন তেল, এক টি সাবান, দুইশত গ্রাম ডিটারজেন্ট, এক প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন, দুই টি ব্যাগ প্রদান করা হয়।

স্বপ্ন প্রয়াস এর সভাপতি সাদিক হাসান রহিদের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহেরাব হাসান মুশফিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্ন প্রয়াস এর সহ-সভাপতি ফারসা নাহার নৌশি, দপ্তর সম্পাদক এস এম তানজিল আলম, নির্বাহী সদস্য আসিফ মুতবা, রাহুল, ওমর, চমক,প্রিন্স ও তুষার।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করাসহ মাস্ক ব্যবহার করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা এবং কিছু সময় পরপর ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানার মাদক মামলার আসামী ফাকের আলী ওরফে তানভীর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার ১১ টার দিকে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তানভীর হোসেনের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামাল রয়েছে। তানভীর হোসেন বেড়পাড়ার মৃত মোহাম্মদ আক্কাস আলীর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত তানভীরকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও দুইটি মাদক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ হয়েছে। শেষ পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ৫০ জন আনসার সদস্য।

বুধবার দুপুরের মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে
মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে বিদায় আনসার সদস্যদের কে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফেরত পাঠানো হয়েছে ।

এ সময় উপস্থিতছিলেন, অতিরিক্তি পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম (প্রসাশন), অতিরিক্তি পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম (সদর)।

গাংনী পৌরসভায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে এ কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংস্দ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

গাংনী পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

পৌরবাসির সুপেয় পানির জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাড়ে ১৩ কোটি টাকার টেন্ডার করে ও কাজের উদ্বোধন করা হয়।

পৌর সভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বিএমডাব্লিউএসএসপি প্রকল্পে জিওবি,বিশ্ব ব্যাংক,এআইআইবি অর্থায়নে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে।
কাজের চুক্তি করেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এ,বি,এম ওয়াটার কোম্পানি লিমিটেড।

এসময় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ধর্ষণের প্রতিবাধে মানববন্ধন

মেহেরপুরের সামাজিক সংগঠন অংকুরের উদ্যোগে “ধর্ষণের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাস্তায় নেমে মানববন্ধন করে কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে বাঁধনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা আব্দুল আল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, প্রতিনিয়তই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া গুলোতো দেখছি যেখানে সেখানে মা-বোনেরা ধর্ষণ হচ্ছে। এই ধর্ষনের বিষয়টি যেন সামান্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ এতোটায় বেপরোয়া হয়ে ইঠেছে যে সব সময় ভয়ে থাকতে হয়। কখন না জানি আমার মা-বোন ধর্ষণ হয়।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষকদের কোন দৃর্ষমান শাস্তি না হওয়ায়, দিনদিন বেড়েই চলেছে। ধর্ষনের শাস্তি যদি মৃত্যু দন্ড হয় তবে ধর্ষণ কমতে পারে বলে আমি মনে করি।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হোসেন শাকিল, জাকির, বর্ষণ, শাম্মা, মেঘা, মাইশা, হিমেল, সাজু, শিমু সহ সংগঠনটির আর সদস্যবৃন্দুরা।

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার

রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে

নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন